এখন ফেরা অসম্ভব

কামরুন জিনিয়া

তোমার মনের ঘরের ছোট্ট খাঁচায়
বড়ো ভালোবেসে যেখানে আমি থাকতাম,
ঘুমোতাম, খেলা করতাম, অনাবিল
হেসে উঠতাম অথবা স্বপ্নে বিভোর হতাম -
তা নিয়ে তোমার বড়ো গর্ব ছিলো এক সময়!

কেনইবা হবে না বলো?
সবাই যাকে খাঁচা বলতো, বন্দী আমি
তাকে বলতাম অসহ্য সুখের মুক্তাঙ্গন,
ভালোবাসার উৎফুল্ল বাগান! অথবা
সম্মিলিত কল্লোল!

তারপর হঠাৎ-ই একদিন
লোভ এবং লাভের জটিল অংকগুলো
তোমার মিললো না বলে অথবা
মেলানোর জন্যে - একান্ত পাখিকে তোমার
খাঁচা থেকে উন্মুক্ত করে অচেনা, নির্জন এক
অন্ধকার পথে রেখে চলে এলে।
তোমার হাত কেঁপেছিলো কি?
আমি জানি না। কিন্তু একবারও ফিরে তাকাওনি
আর, ভাবোনি যাবো কোথায়, উড়বো কি করে?
আজন্ম তোমার বন্দীত্বে অভ্যস্ত আমি, আমার
ছিলো কি কোনো উড়বার ইতিহাস?

তবুও উড়বার বৃথা চেষ্টা করে, আমি একলা
এক পাখি, বার বারই আছড়ে পড়েছি মাটিতে।
কাঁদায়, বৃষ্টিতে, পানিতে ভিজে, কখনো
ঝড়ে আহত হয়ে, পথচলার ক্লান্তিতে,
নিঃশব্দ নির্জনতায়, একাকীত্বের যন্ত্রণায় -
মাঠের পারের দূরের সেই দিগন্ত ছোঁয়া
গাছটির ভাংগা ডালে বসে, অনুক্ষণ
আর্তনাদ করে উঠেছি!
তুমি একেবারেই শুনতে পাওনি।

আমার প্রত্যয়, দৃঢ় শপথ, আর একান্ত নিভৃত
ইচ্ছার কথা জানিয়েছি আকাশের কাছে,
বৃষ্টির কাছে, নদীর কাছে, পাহাড়ের কাছে
হিজল-তমাল-কদম আর কৃষ্ণচূড়ার কাছে!
কখনোবা দিগন্ত বিস্তৃত সরষে ক্ষেতের
আল ধরে হেঁটে যেতে যেতে শুনিয়েছি
হলুদের বন্যা, সমেরোহ বা ঢেউ-এর কাছে!
ওরা জানে, আমার স্বপ্নের কথা।
ওরা জানে - কেমন করে আমার কষ্টগুলো

বর্ণচোরা চোখের জলের অবশিষ্ট বিন্দুগুলোর
সঙ্গে মিলে জ্বলে উঠেছিলো আগুন!

অনেকগুলো 'আগামীকাল'
তুমি 'গতকাল' করে আজ ফিরে এলে,
লোভ আর লাভের সাথে ভালোবাসার
সমীকরণ মিললো না বলে - অবনত মুখে,
বার বার ডাকছো ফিরে যেতে।
তোমার চোখে কি জল? কিসের?
ভালোবাসার! নাকি হেরে যাবার!

এখন আমি, ডানা মেলে দেয়া দুপুরের রোদে
কখনো দুরন্ত চিল, কখনো নির্নিমেষ চেয়ে
থাকা সবুজ মাছরাঙা, কখনোবা সাদা বক -
বিশাল, শেষহীন আকাশে প্রতিষ্ঠিত করি
একাকীত্বের উজ্জীবন।

এখন ফেরা অসম্ভব আমার।
আমি ফিরবো না কোনোদিন আর!

(যারা ভালোবাসে, ভালোবেসে জ্বলে, জ্বলে পৃথিবীর দিগন্তকে
রাঙিয়ে দেয় ভিন্ন এক গোধুলি আলোয় — তাদেরকে।)